সমর্পণ
ডি লুক্স পিকচার্সের ছবি

ডি ল্যুক্স পিকচার্সের নিবেদন—

❀ সমর্পণ ❀

প্রযোজনা : শিশির মল্লিক

কাহিনী : মণি বর্ম্মণ ❀ পরিচালনা : নির্ম্মল তালুকদার

গীত রচনা : শৈলেন রায় ❀ সুর যোজনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী : অজিত সেন — সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী

শব্দযন্ত্রী : শচীন চক্রবর্ত্তী — রাসায়নিক : ধীরেন দে

শিল্প নির্দ্দেশ : শুভো মুখার্জ্জী — ব্যবস্থাপক : কমল মুখার্জ্জী

—সহকর্ম্মীগণ—

পরিচালনায় :—প্রবোধ পাল, সত্যেন মুখোঃ, সুব্রত সেনগুপ্ত।

চিত্র শিল্পে :—নির্ম্মল ঘোষ, রেবন্ত ঘোষ, মাণিক সেনগুপ্ত।

সঙ্গীতে :—উমাপতি শীল। — শব্দ যন্ত্রে :—ইন্দু অধিকারী।

ব্যবস্থাপনায় :—শরৎ বন্দ্যোঃ, দীপু রায়চৌধুরী।

রসায়নাগারে :—লাল মোহন ঘোষ, চণ্ডী শীল, সুধীর ঘোষাল।

সম্পাদনায় :—নানা বোস। — শিল্প নির্দ্দেশে :—অনিল পাইন।

যন্ত্রীসঙ্ঘ : হিন্দুস্থান অর্কেষ্ট্রা

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

: পরিবেশক :

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

—সমর্পণ—

লোকে কথায় বলে 'রামরাজ্য'।

এমনই 'রামরাজ্য' গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন একদিন চণ্ডীপুরের জমিদার মহিমা রঞ্জন রায় বিদেশে ব'সে। কিন্তু দেশে ফিরে দেখলেন তার পদে পদে বাধা। সে বাধা দূর করতে গেলে শক্ত হাতেই বল্গা চেপে ধরা চাই।

দেশের লোক জানলো তিনি প্রজা পীড়ক, অত্যাচারী। তার সূচনা অবশ্য শিবনাথ বাঁড়ুয্যে আর তাঁর অনূঢ়া মেয়ে ললিতাকে নিয়ে·

সে দিন রাত্রে দশ খানা গাঁয়ের লোক হাজির হয়েছিল জমিদার বাড়ীর নাট মন্দিরে। শিব নাথের ভাগবত ব্যাখ্যার পর ললিতার কীর্ত্তন সবে মাত্র জমে উঠেছে, এই সময় মত্তাবস্থায় মহিমা রঞ্জন আসরে দেখা দিলেন এবং সামান্য কারণ উপলক্ষ্যে কেন যে পিতাপুত্রীকে সারারাত আটক ক'রে রাখলেন, তার কারণ উপস্থিত কেউই খুঁজে পেলো না।

কথাটা পল্লবিত হ'য়ে পরদিন সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়লো। স্নানের ঘাটে গিয়ে শিব-

নাথের স্ত্রী মেয়ের কুৎসা শুনে ছুটে এলেন বাড়ীতে এবং তিরস্কারে গঞ্জনায় জর্জ্জরিত ক'রে তুললেন স্বামীকে। আহত শিবনাথ বললেন "যদি কোনদিন ললিতার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাই, তবেই ফিরবো, নইলে এই শেষ।"

বাড়ী তিনি ছাড়লেন বটে কিন্তু যাওয়া আর হ'লো না। আগের রাত্রে কারা যেন ষ্টেশন পুড়িয়েছে। গুলি—গোলাও চ'লেছে সেই উপলক্ষ্যে। তার ওপর নিজের বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মহিমা-রঞ্জন যখন ললিতাকে বিয়ে করবার অভাবিত প্রস্তাবটা করলেন, তখন খুসী মনেই তিনি আবার ফিরলেন বটে কিন্তু ললিতা একেবারে বেঁকে বসলো।

দেশসেবী অরুণকে গোপনে আশ্রয় দিয়েছিল সে। তার ষ্টেসনের আগুন দেওয়ার কাহিনী শুনে মুগ্ধ চিত্তে দীক্ষা নিল দেশসেবার নতুন মন্ত্রে।

মহিমা রঞ্জনকে সে ভাবলো দেশের শত্রু; ঘৃণা করতে শিখলো তাঁকে

মহিমা রঞ্জন সব জেনেও তাঁকে বাঁচাবার জন্যেই পলাতক অরুণকে আটকে রাখেন হাওয়া খানায় তাদের উভয়েরই মঙ্গল কামনায়।

কিন্তু নায়েব শীতল গাঙ্গুলী জানতে পেরে খবরটা পুলিশে দিলেন আক্রোশ-বশে। কথাটা শুনে ললিতা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। ছুটে এলো মহিমা রঞ্জনকে বাঁচাতে, হাসি মুখে বরণ ক'রে নিলো লোক লজ্জা, কলঙ্ক।

বিরোধটা হয়ত সেইখানেই মিটে যেতো যদিনা অরুণ আর তার বোন বিভা নতুন করেই ললিতার চোখ ধাঁধিয়ে দিতো।

আবার ভুল পথে চললো সে। অবিশ্বাসে মন উঠলো ভরে।

তাই কথকতার ভেতর দিয়ে মহিমা রঞ্জনের লোক শিক্ষার আয়োজনকে সে উপহাস করলো ঘুম পাড়ানি গান ব'লে। পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সে ত্রুটী করলোনা।

কিন্তু এ ভুল কি তার কোনদিন ভাঙ্গবে? মহিমা রঞ্জনের 'রামরাজ,' গড়ে তোলার স্বপ্ন কি সত্য হবে?

রূপালী পর্দ্দাতেই সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন।

(১)

মনে মনে ছুঁয়ে যায়—
গোপনে গোপনে যেন কি স্বপনে
পরাণ ভরে সুধায়।
কে যেন বাঁধিছে মোরে
কোন সে আলস ভরে,
হৃদয় দুয়ারে সাড়া পাই যেন
(বুঝি) জানা হ'লো অজানায়।
একি অনুরাগ, একি শুধু ভাল লাগা--
ঘর বাতায়নে অকারণে চেয়ে থাকা।

আলো আর মেঘে মেঘে
দিনগুলি ওঠে রেঙে
রঙের মেলায় হিয়ার খেলায়
(আজি) কে যেন রাঙাতে চায়॥

(২)

জাগো জাগো হে জাগো
সুপ্তি সমাধি ছাড়ি
নিদ্রিত হে জাগো জাগো।
অশ্রুর তমসা তীরে
কাঁদে বিহ্বল এ ধরনীরে
নব উদয়-অরুণ আঁখি তীরে
রুদ্ধ তিমির দ্বার ভাঙো।
স্বার্থের মন্থন দণ্ডে
মথিত জন-সাগরে
জ্বলে ওঠে বিষের জ্বালা
সদাশিব জাগো জাগো রে।
অন্ধ নয়নে আঁখি জ্বালো
দেহ আলো দেহ আলো
লাঞ্ছিতা ধরণী যে কাঁদে
সত্য শিবেরে সবে ডাকো॥

(৩)

আজ গোকুল হইল কিরে আঁধা—
বিরহে নিমগণ মধু এ বৃন্দাবন
কানু কানু করি ঝুরে রাধা।

কথা রাখ গিরিধারী
যেওনা গোকুল ছাড়ি।
শিখিরা নাচেনা ভুলে
ভ্রমর নাহি যে বুলে
শুকসারী বলে প্রেম
আঁখিজলে সাধা।

বঁধুয়া আমার চলে যাবে—
(সুখ লয়ে বঁধু)
হারা হাসি আর ভাঙ্গা বাঁশী ফেলি—
অনল না দিতে পুড়িল এ গেহ
শুখানে ডুবিল তরী—
কে হেরিবি মরি ধূলায় লুটায়
বৃষভানু কিশোরী।

ননদী রুষিল শাশুড়ী দুষিল
স্বজন দিল যে গালি
তবু কলঙ্ক চন্দন হোলো—
(আমার) কালা দেছে এই কালি।

ভূমিকায়

অনুভা গুপ্তা
পূর্ণিমা
বেলা

কমল মিত্র
জহর গাঙ্গুলী
নরেশ মিত্র

মিহির ভট্টাচার্য্য
তুলসী চক্রবর্ত্তী
রবি রায়
কৃষ্ণধন মুখোঃ
ভানু বন্দ্যোঃ
বেচু সিংহ
ময়েশ বোস
শরৎ বন্দ্যোঃ

ডি লুক্স ফিল্মসের

দুইখানি আসন্ন উপহার

*

এম, পি, প্রোডাকসন্সের

ইন্দ্রনাথ

প্রভাবতী দেবীর 'দীপের আলো'র

ষড়্‌রা-রচিত চিত্রনাট্য

পরিচালনাঃ—প্রভাত মিত্র

—ও—

বানপ্রস্থ

মণি বর্দ্ধন রচিত সরস কাহিনী

সুসমৃদ্ধ ভূমিকালিপি !

পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত

ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিজয়লক্ষ্মী প্রেস ৩৫, বটতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীবিশ্বনাথ নুনা কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।